আলমডাঙ্গা কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবন উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ভবনটির উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও একই দিন কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে কুমারি বাজার প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিফলক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ছেলুন জোয়াদ্দার বলেন, দেশের মানুষের মানউন্নয়নে কাজ করছে সরকার। ২য় ফেজ এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভূমিহীনদের ঘর উপহার দেন। সরকারের উদ্যোগে ৩য় ফেজে যাদের জমি আছে ঘর নাই তাদের ঘর দেবার ঘোষণা দেন।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সরকার ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে রোল মডেল তৈরি করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবর রহমান, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা প্রমূখ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন ।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

জীবননগরে ৬১ টি ভূমিহীন পরিবার পেল জমি ও ঘর

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ৩য় পর্যায়ে-২য় ধাপে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর উপজেলার ৬১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলার ৬১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যদের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেওয়া হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমান, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন দলু,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ শাহ,আন্দুলবাড়িয়া ইউপি সদস্য শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার প্রমুখ।

দর্শনা পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মেয়র মতিয়ারের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনা পৌরসভায় সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলমের উপর হামলার ঘটনায় মেয়র মতিয়ার রহমান ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা ও ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা পৌরসভার হল রুমে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ১৭ জুলাই বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা থানা পাড়ার ইয়াকুব মীরের ছেলে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা (৪২) ও দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লাল মিয়া শাহর ছেলে ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামান (৪৩), দর্শনা পুরাতন বাজার জোড়া বটতলার আবুল কাশেমের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৪১), দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে রাশেদুল ইসলাম মিঠু (২৯), দর্শনা পৌরসভার ইসলাম বাজার পাড়ার কলিম উদ্দীনের ছেলে সিঙ্গার হোসেন (৩১), দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত বিপ্লব হোসেনের ছেলে মোস্তাক (২৭) সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১২ ব্যাক্তি দর্শনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল ইসলামের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে।

এসময় আইন বর্হিভূত ভাবে অনিয়ম এবং ভয় ভীতি দেখিয়ে ট্রেড লাইসেন্স জোর পূর্বকভাবে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম বাঁধ সাধলে অভিযুক্তরা তার উপর

বর্বরোচিত হামলা ও অফিস কক্ষ ভাংচুর করা হয় সহ জোরপূর্বকভাবে অফিসের ষ্টিলের আলমারীর ভিতর থেকে নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৩৫ টাকা লুট করে নেওয়া সহ পৌর হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করিতে বাঁধা প্রদান করে। এ ঘটনায় দর্শনা মেয়র মতিয়ার রহমান বাদি হয়ে ৬ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ করে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, অভিযুক্ত ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা ও ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামান বিভিন্ন সময় আমার অফিসে আসিয়া অনিয়ম এবং ভয় ভীতি দেখাইয়া আইন বর্হিভূত ভাবে বিভিন্ন প্রকারের কাজ নিয়ে আসে।

সে সমস্ত আপত্তিকর মূলক কাজ করে না দেওয়ায় তার দীর্ঘদিন ধরে পৌর সভার সুনাম ক্ষুন্ন করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অপবাদ মূলক কুৎসা রটাতে থাকে।

এদিকে তারা পৌর সহকারী প্রকৌশলীর উপর হামলা সহ অফিস কক্ষের হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও অর্থ লুটের ঘটনা আড়াল করতে অভিযুক্তরা গত ১৯ জুলাই দর্শনা প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সে সংবাদ সম্মেলনে দর্শনা পৌর সভায় কোন ওপেন টেন্ডার ছাড়াই

পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, টিআর কর্মসূচি, ভিজিএফ, নতুন জন্ম নিবন্ধন বা সংশোধনে অনিয়ম, সাবেক হিসাব রক্ষক রুমি আলম পলাশের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা সহ সৌর সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্পের আংশিক কাজ শেষ করে সমূদয় বিল উত্তোলনের সম্পন্ন মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে।

এসংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম, প্যানেল মেয়র-১ ও ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রবিউল হক সুমন, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হক কবীর, ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনির সরদার, ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশুর উদ্দিন আশু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর বিলকিস খাতুন, জাহানারা খাতুন, সুরাতন নেসা, হিসাবরক্ষক সরওয়ার হোসেনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

কোটচাঁদপুরে মুজিব শতবর্ষের ঘর পেলেন ১১ পরিববার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার ১১টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে মুজিব শতবর্ষের জমির দলিলসহ গৃহ হস্তান্তর করলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার উপজেলা অডিটোরিয়াম থেকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরে ও ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির দলিল সহ গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ উপজেলার ১শ ৭৯ টি পরিবার মুজিব শতবর্ষের এ ঘর পাচ্ছেন। এর মধ্যে ১০৭ টি দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ

হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জগন্নাথ চন্দ্র, সাবেক কোটচাঁদপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, পৌর মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মৃনাল কান্তি সরকার কোটচাঁদপুর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা রতন মিয়া,প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা চম্পা অধিকারী। পরে ভুমিহীন-গৃহহীন মানুষের হাতে গৃহের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন।

শৈলকুপায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

৮০০ কোটির পৃথিবী: সকলের সুযোগ, পছন্দ ও অধিকার নিশ্চিত করে প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ গড়ি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার একটি বর্ণাঢ্য র্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল মজিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা খানম। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় আরও ৯টি পরিবারসহ প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেল মোট ১০২ জন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আরও ৯টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের বাড়ীর মালিকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সরকারের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সরকারি খরচে নির্মিত এসব বাড়ী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ৯জন ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেওয়া হয়। ঝিনাইদহ-১ শৈলকুপা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু।

ইতিপূর্বে আরো ৯৩ জন ঘর পেয়েছেন। পর্যায়ক্রমে এ উপজেলায় আরো ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের হাতে এ সকল ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হবে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা জানান।

কুষ্টিয়ায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, দুই দোকানীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে তাদের জরিমানা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) দুপুরে উপজেলার বাঁশগ্রামে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক শচীন দধি ও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং সোনারগাঁও হোটেলের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীল সদস্যরা।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় এক আসামির ফাঁসি, আরেকজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়া শহরের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম হত্যা মামলায় আজাদ হোসেন
(৫৩) নামের এক আসামির ফাঁসি এবং মিন্টু (৪৬) আলী নামের আরেক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের উভয়কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আজাদ হোসেন কুষ্টিয়ার পৌরসভার আড়ূয়াপাড়া এলাকার মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু আলী হাউজিং এলাকার মহিউদ্দিন ওরফে পটলার ছেলে।

রায় ঘোষণার সময় আসামি মিন্টু আদালতে উপস্থিত থাকলেও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আজাদ পলাতক ছিলেন। পরে পুলিশ পাহারায় মিন্টুকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট রাত পৌনে ১০টার দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার সময় কুষ্টিয়ার শহরের থানাপাড়া এলাকার ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী আবুল কাসেমকে ছুরিকাঘাত করে আসামি আজাদ এবং মিন্টু। এই ঘটনায় কাসেমের ছেলে ইফতেখার আহাম্মেদ নাঈম বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় আজাদ এবং মিন্টুর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ২ / ৩ জনের নামে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার দিন পুলিশের অভিযানে আজাদকে গ্রেপ্তার হয়।

এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসামি আজাদ এবং মিন্টুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলার প্রধান আসামি আজাদ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পলাতক আছেন। অপর আসামি মিন্টুর উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। পরে আসামি মিন্টুকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মুজিবনগরে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসাবে ৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পেল গৃহ ও জমি

মুজিববর্ষে দেশের একজনও ভূমিহীন ও গৃহহীন থাকবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র ঘোষণাযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে দেশব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে নব নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাকা ঘরের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের উন্নত জীবন গঠনে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সোনার বাংলা গড়তে দেশে কোন ঠিকানা বিহীন বা গৃহহীন মানুষ থাকবে না বলে যে ঘোষনা দিয়েছিলেন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন তৃতীয় পর্যায়ে ৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের বসবাসের জন্য জমির দলিল ও নতূন ঘরের চাবি তুলে দিয়েছেন।

ঘরের দলিল হস্তান্তর উপলক্ষে,উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে,প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ডঃ মোহাম্মদ মনসুর আলী খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল)অপু সরোয়ার,মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি মেহেদি রাসেল,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা,সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তকিম হক খোকন কমান্ডার সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারি বৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা,আওয়ামীলীগ সহ অংগসংগঠনের নেতৃবৃন্দ,সাংবাদিক ও সুধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাস্তবায়ন হয়নি মেহেরপুরের ‘সীমান্ত হাট’ কার্যক্রম

মেহেরপুর জেলার ভারতীয় সীমান্তে ৩টি ‘সীমান্ত হাট’ বসার কথা থাকলেও অধ্যবধি সে কর্মসূচী বাস্তবায়ন না হওয়ায় আক্ষেপ বেড়েছে সীমান্তবাসির।

দু দেশের কৃষি ও খাদ্য পণ্যের বাণিজ্যিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার সীমন্তের নোম্যান্সল্যান্ডের উপর সপ্তাহে দুই দিন হাট বাজার বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এছাড়া কৃষি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি, দু দেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উৎপাদন খরচ ও বাজার দর সম্পর্কে কৃষকদের সরাসরি জানানো, দু দেশের বিলুপ্তপ্রায় খাদ্যপণ্যগুলোরও পরিচিতি লাভ। কৃষি পণ্যের বাজারজাত বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ ছিল এতে।

২০১৭ সালে এই জেলার সীমান্তে তিনটি হাট বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো উভয় দেশের সরকার। সেসময় সীমান্ত হাটের জন্য সাইট সিলেকশনও করা হয়েছিল। পরবর্তিতে সরকারী কোন নির্দেশনা না পাওয়ায় হাটের কার্যক্রম ঝুলে যায়।

এ জন্য স্থান নির্ধারিত ছিল গাংনী উপজেলার কাজিপুর, সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও মুজিবনগর উপজেলার মুজিবনগর।
গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ওমেদ আলী, স্থানীয় রাজনীতিবিদ আব্দুল আলিম ও ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান জানান, আমাদের এখানে একটি সীমান্ত হাট বসার জন্য দু দেশের বিজিবি ও বিএসএফ পর্যায়ে স্থান নির্বাচন করা হয়েছিলো। সে মতে উভয় দেশের প্রশাসনিক পর্যায়ের কর্মকর্তারা অনেক দুর এগিয়েছিলেন। সীমান্ত হাটের জন্য স্থানও নির্ধারণ করেছিলেন উভয় দেশের পক্ষ থেকে। কিন্তু আজোও হাট বসানো হয়নি। হাট বসানো হলে এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার একটি আমুল পরিবর্তন হতো।

বুড়িপোতা গ্রামের কৃষক আব্দুস সামাদ ও রওশন আলী বলেন, সীমান্তে হাট বসলে কৃষি পণ্য বিক্রি করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানের বাজার পেতাম আমরা। এছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তি দেশ ভারতের সাথে